জ্বালানি সংকটে মেহেরপুরে মোটরসাইকেল বিক্রিতে ভাটা

ঈদু মৌসুমে প্রতি বছর মোটরসাইকেল বিক্রির সবচেয়ে ব্যস্ত সময় পার করেন বিক্রেতারা। তবে এবার জ্বালানি সংকটের কারণে ঈদের পর মেহেরপুরে মোটরসাইকেল বিক্রিতে অস্বাভাবিক মন্দা দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় ডিলার ও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অন্যান্য বছরের মতো ঈদের আগে বিশেষ ছাড় ও অফার থাকলেও এবার তেল সংকটের কারণে অনেক ক্রেতাই মোটরসাইকেল কেনার সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে যাচ্ছেন।

তবে মেহেরপুরে ইলেকট্রিক বাইকের বিক্রি বেড়েছে। আগে যেখানে একটি শোরুমে মাসে তিন থেকে চারটি ইলেকট্রিক বাইক বিক্রি হতো, বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে ১০ থেকে ১৫টি।

বিক্রেতারা জানান, জ্বালানি সংকটের কারণে মোটরসাইকেল ব্যবহারে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ফলে নতুন মোটরসাইকেল কেনার আগ্রহ কমে গেছে। অনেক ক্রেতাই এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন। এছাড়া বাইক সার্ভিসিং এর সংখ্যাও কমে গেছে।

মেহেরপুর শহরের মেসার্স হোসেন মোটরসাইকেল গ্যালারির ম্যানেজার নাইহান নাহিদ বলেন, ঈদের সময় স্বাভাবিকের তুলনায় বিক্রি ভালই ছিল, কিন্তু এই মাসে তেল সংকটের কারণে বেচাকেনা প্রায় শূন্য। আমাদের বিক্রি ৯০% কমেছে।

বাজাজ শোরুমের মোঃ হাসিদুর রহমান বিপ্লব জানান, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারির তুলনায় এই মাসে বিক্রি অনেক কম। তেল সংকটের কারণে মানুষ মোটরসাইকেল চালাচ্ছে না, কিনছে ও না।

হিরো শোরুমের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ কবিরুজ্জামান সেন্টু বলেন, তেলের সংকটের পর বিক্রি আগের তুলনায় প্রায় ৯০% কমে গেছে।

ইলেকট্রিক মোটরসাইকেল শোরুমের মোঃ রোহিত ইসলাম বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, আগের তুলনায় আমাদের ইলেকট্রিক বাইকের বিক্রি দ্বিগুণ। যেখানে মাসে পাঁচ থেকে ছয়টি বিক্রি হতো, এখন আমরা মাসে ১৫ থেকে ২০টি বিক্রি করতে পারছি।

জেলা শহরের বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনে মোটরসাইকেল চালকদের দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও অনেক সময় প্রয়োজনীয় জ্বালানি পাওয়া যাচ্ছে না।

রাইডার ও সাধারণ চালকরা জানান, দীর্ঘ সময় অপেক্ষার কারণে তারা আগের মতো গাড়ি চালাতে পারছেন না।

গাংনী থেকে এক রাইডার বলেন, তেল নিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াতে হয়। এজন্য এখন ট্রিপ কমিয়ে দিয়েছি।
বিক্রেতারা আশঙ্কা করছেন, জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক না হলে আগামী দিনগুলোতে বিক্রি আরও কমে যাবে।

মেহেরপুরে জামায়াতের নির্বাচনী মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা

জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে বিশাল নির্বাচনী মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণ থেকে এ শোভাযাত্রা শুরু হয়।

শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমীর তাজউদ্দিন খান। নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসেবে আয়োজিত এ মোটরসাইকেল শোভাযাত্রায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, জেলা নায়েবে আমীর মাওলানা মহাবুব উল আলম, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা আমীর মাওলানা সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা আমীর মাওলানা খানজাহান আলী, জেলা বায়তুলমাল সম্পাদক জারজিস হোসাইন, সদর উপজেলা সেক্রেটারি মাস্টার জাব্বারুল ইসলাম ও মুজিবনগর উপজেলা সেক্রেটারি খাইরুল বাশারসহ

জামায়াতের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

শোভাযাত্রাটি সদর উপজেলা থেকে শুরু হয়ে ঐতিহাসিক মুজিবনগর এলাকা প্রদক্ষিণ করে। পরে পুনরায় শহরে ফিরে পৌর কলেজে এসে সমাপ্ত হয়।

সমাপনী বক্তব্যে মাওলানা তাজউদ্দিন খান শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করায় সাধারণ জনগণ ও নেতাকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে মাঠপর্যায়ে জনসম্পৃক্ততা আরও জোরদার করা হবে। এ সময় তিনি আসন্ন নির্বাচনে সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে নেতাকর্মীদের সদা প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

কোটচাঁদপুরে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত, আহত ১

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় শফিকুল ইসলাম (১৯) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তার চাচাতো ভাই হাবিব গুরুতর আহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (৮ জুলাই) দুপুরে কোটচাঁদপুর উপজেলার বলুহর এলাকার ডাকাততলা ব্রিজের ওপর এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মহেশপুর উপজেলার আজমপুর গ্রামের বাসিন্দা শফিকুল ইসলাম তার চাচাতো ভাই হাবিবকে সঙ্গে নিয়ে দোড়া এলাকার বোনের বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন। পথিমধ্যে বলুহর এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যান একটি পাখিভ্যানকে ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের মোটরসাইকেলে সজোরে ধাক্কা দেয়।

ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই শফিকুল ইসলাম নিহত হন। গুরুতর আহত হাবিবকে প্রথমে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করেছে। ঘাতক পিকআপটি জব্দের চেষ্টা চলছে এবং এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এ ঘটনায় নিহতের পরিবারসহ স্থানীয়দের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।